খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৬

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

অধ্যাপক রেহমান সোবহানের
সংক্ষিপ্ত বিবরণী

প্রফেসর রেহমান সোবহানের জন্ম ১৯৩৫ সালে কলকাতায়। শিক্ষা জীবনে তিনি দার্জিলিং-এর সেন্ট পল'স স্কুল, লাহোরে এইচেসন কলেজ এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং অধ্যাপক হিসেবে ১৯৭৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রফেসর রেহমান সোবহানের কর্মজীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল। তিনি একাধারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের মহাপরিচালক, কুইন এলিজাবেথ হাউজের ভিজিটিং ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের (সাসেপ্স) নির্বাহী পরিচালক, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিশিয়েটিভ ফর পলিসি ডায়লগের ভিজিটিং স্কলার, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশ ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক গর্ভনেন্স-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমানে সিপিডি'র চেয়ারম্যান। ১৯৯১ সালে তিনি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা ও অর্থমন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

পেশাগত জীবনে অধ্যাপক সোবহান আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশ ইকোনমিক এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, ইউএন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং-এর সদস্য, টোকিওস্থ জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং গ্রামীণ ব্যাংক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতি দায়িত্ব উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক সোবহান বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ষাটের দশকের আন্দোলনের পাশাপাশি ১৯৭১ সালে তিনি তৎকালীন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষ দূত (উপদেষ্টা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থনীতিতে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার।

অধ্যাপক সোবহান তাঁর কর্মময় জীবনে অসংখ্য বই এবং একশ'রও বেশি প্রবন্ধ ও মনোগ্রাফ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল - *Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladesh* (১৯৮০); *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh* (১৯৮২); *From Aid Dependence to Self Reliance: Development Options for Bangladesh* (১৯৯০); *Debt Default to the Development Finance Institutions: The Crisis of State Sponsored Entrepreneurship in Bangladesh* (১৯৯১); *Rethinking the Role of the State in Development: Asian Perspectives* (১৯৯৩); *Bangladesh: Problems of Governance (Governing South Asia)* (১৯৯৩); *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development* (১৯৯৩); *Aid Dependence and Donor Policy: The Case of Tanzania, with Lessons from Bangladesh's Experience* (১৯৯৬); *Towards a Theory of Governance and Development: Learning from East Asia* (১৯৯৮); এবং *Rediscovering the Southern Silk Route: Integrating Asia's Transport Infrastructure* (২০০০)। সাম্প্রতিক রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Challenging the Injustice of Poverty: Agendas for Inclusive Development in South Asia* (২০১০) এবং আত্মজীবনী - *Untranquil Recollections: The Years of Fulfillment* (২০১৫) - দুইটি বই-ই সেইজ প্রকাশনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য এবং নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতীচী ট্রাস্ট-এর সভাপতির দায়িত্বে আছেন।

প্রসঙ্গ কথা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় পর্যায়ে কৃতী ব্যক্তিদের প্রতিভা এবং দেশ ও সমাজে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৬ সাল থেকে "খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক" প্রদান করে আসছে। মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, খ্যাতিমান সমাজসেবক এবং উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম সূফীসাধক। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন এবং অবসর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম এ পাস করেন। শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু করে তিনি অবিভক্ত বাংলার এসিস্ট্যান্ট ডাইরে□র অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন ফর মোহামেডান এডুকেশন পদ থেকে ১৯২৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে তাঁকে খানবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে। ব□দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার খাতায় ছাত্র/ছাত্রীর নাম লেখার পরিবর্তে তিনি রোল নম্বর লেখার নিয়ম চালু করেন, যা আজও প্রচলিত আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল ১৯১৯ সালে বিবেচনার জন্য গ□ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কমিটিতে তিনি পূর্ববে□র একমাত্র বাঙালি মুসলমান সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য।

তিনি ছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক সূফীসাধক। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল টান। তিনি ১৯১৫ সালে বাংলায় টীচারস্ ম্যানুয়েল রচনা করেন, যা আজও ব্যবহার করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা মতান্তরে ৬৯ থেকে শতাধিক। তার মধ্যে দুটো বই ইংরেজিতে লেখা।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রতিবছর একজনকে এ পদক দেয়া হয়। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৪ বার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই স্বর্ণপদক প্রদান করেছে। জাতীয় পর্যায়ে সম্মানিত ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গ□ত নির্বাচকম□লী এবারের স্বর্ণপদকের জন্য মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন। পদকের মূল্যমান দুই ভরি স্বর্ণের পদক ও নগদ ২ লাখ টাকা। স্বর্ণপদক ২০১৬-এর জন্য মনোনীত হয়েছেন **সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষক অধ্যাপক রেহমান সোবহান**।

কাজী রফিকুল আলম
প্রেসিডেন্ট
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

এ পর্যন্ত যাঁরা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পেয়েছেন

২০১৫	প্রফেসর ড. এম এ রহিম	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক
২০১৪	অধ্যাপক এ কে আজাদ খান	বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি
২০১৩	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন	বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্নর
২০১২	প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী	উপাচার্য, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি
২০১১	জনাব হাফেজ আহমেদ মজুমদার	চেয়ারম্যান, পুবালী ব্যাংক লিঃ
২০১০	জাতীয় অধ্যাপক ব্রিঃ (অবঃ) ডা. আবদুল মালিক	চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট
২০০৯	জনাব খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সাবেক ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কলামিস্ট
২০০৮	জনাব ভ্যালরী এ. টেলর	প্রতিষ্ঠাতা, সি আর পি, সাভার
২০০৭	জনাব কাজী ফজলুর রহমান	সাবেক সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
২০০৬	জনাব এম. সাহাবুদ্দিন আহমেদ	প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ডাচ বাংলা ব্যাংক ও সমাজসেবক
২০০৫	অধ্যাপক ড. এম.এইচ.খান	সাবেক উপাচার্য, বুয়েট ও প্রথম উপাচার্য, আউস্ট এবং সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
২০০৪	প্রফেসর ড. এম শমশের আলী	প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ
২০০৩	ড. ফসিউদ্দিন মাহতাব	বিশিষ্ট গবেষক, সমাজসেবক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী
২০০২	ড. সিরাজুল হক	সাবেক এমেরিটাস প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
২০০১	প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন আহমদ	সাবেক উপাচার্য, বুয়েট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
২০০০	প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক	সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক মন্ত্রী
১৯৯৯	বিচারপতি মোস্তফা কামাল	সাবেক প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
১৯৯৮	জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান	বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবক
১৯৯৭	জনাব আজিজ উল হক	সাবেক মন্ত্রী ও উপদেষ্টা
১৯৯০	জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ
১৯৮৯	জাতীয় অধ্যাপক □সয়দ আলী আহসান	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারমান ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী
১৯৮৮	জনাব এস এম আল হোসায়নী	সাবেক সচিব ও সাবেক চেয়ারম্যান, পিএসসি
১৯৮৭	জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম	প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল
১৯৮৬	জনাব মোহাম্মদ ফেরদৌস খান	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক ডি পি আই

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বর্তমানে ৪৩টি জেলার ১৭০টি উপজেলায় ১২০৪টি ইউনিয়নে ১৭১টি ফিল্ড অফিস এবং ৬৫টি প্রাতিষ্ঠানিক অফিস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। কার্যক্রমের সুবিধার্থে চর ও হাওড়, উপকূলীয়, পাহাড়ী, শহর ও বস্তি এবং লবণাক্ত এলাকা হিসেবে আলাদা আলাদা করে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান, পানি ও স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, গৃহসংস্থান ও পুনর্বাসন, কারিগরি শিক্ষা, নারী ও শিশু অধিকার, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ উন্নয়ন, জনসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, বস্তি এলাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা, শিশু ও নারী পাচার রোধ, গবেষণা প্রভৃতি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশন ইতোমধ্যে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং, আহ্ছানিয়া মিশন-সৈয়দ সাদা'ত আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আহ্ছানিয়া মিশন ইনস্টিটিউট অব সূফীজম স্থাপন করেছে।

সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- পথ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী, নগরদোলা, বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ, হজ্জ ফাইন্যান্স কোম্পানি ও আহ্ছানিয়া-মালয়েশিয়া হজ্জ মিশন। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বমানের ৫০০ শয্যার আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল। দেশের বাইরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউকে, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডাতে অফিস রয়েছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে প্রাপ্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কার', ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার, গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড, আরব গালফ গ্রোগ্রাম ফর ডেভেলপমেন্ট (AGFUND) আন্তর্জাতিক পুরস্কার, ইসলামিক এডুকেশনাল, সাইন্টিফিক এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (ISESCO) সাক্ষরতা পুরস্কার, ইউনেস্কো কনফুসিয়াস প্রাইজ ফর লিটারেসি, ইউনেস্কো ওয়েনহুই অ্যাওয়ার্ড ফর এডুকেশনাল ইনোভেশন পুরস্কার এবং এনার্জী গ্লোব এ্যাওয়ার্ড।

Prepared by: Public Relations Division, DAM

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বা□ □ ১৯, স□ক □ ১২, ধানমন্ডি আ□এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৩৪০২, ৯১৩৪৯১৯
ফ্যা□: (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল: dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েব সাইট: www.ahsaniamission.org.bd